অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন, ২০০৩

(২০০৩ সনের ৭ নং আইন)

অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ এবং অগ্নি হইতে উদ্ধার কার্যের জন্য বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন৷

যেহেতু অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ এবং অগ্নি হইতে উদ্ধার কার্যের জন্য বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন

১৷ (১) এই আইন অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন, ২০০৩ নামে অভিহিত হইবে৷

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে এলাকা নির্ধারণ করিবে সেই এলাকায়, প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত তারিখ হইতে, এই আইন কার্যকর হইবে৷

সংজ্ঞা

২৷ বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) “অধিদপ্তর” অর্থ অগ্নি নির্বাপণ ও বেসামরিক প্রতিরক্ষা অধিদপ্তর;

(খ) “অপারেশনাল কর্মকাণ্ড” অর্থ অগ্নি প্রতিরোধ, অগ্নি নির্বাপণ, অগ্নি হইতে উদ্ধার কার্য, এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস পরিচালনা, অগ্নি নির্বাপণী সাজ-সরঞ্জাম মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, তদন্ত, পরিদর্শন, তদারকি, মিডিয়ার মাধ্যমে যোগাযোগ কার্যক্রম, ইত্যাদি;

(গ) “কারখানা” (workshop) অর্থ দাহ্যবস্তুর প্রক্রিয়াকরণের জন্য ব্যবহৃত ভবন বা স্থান;

(ঘ) “দাহ্যবস্তু” অর্থ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক দাহ্যবস্তু হিসাবে ঘোষিত কোন দ্রব্য বা রাসায়নিক দ্রব্য;

(ঙ) “ডেপুটি কমিশনার” অর্থ কোন জেলার ডেপুটি কমিশনার;

(চ) “নির্ধারিত” অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(ছ) “প্রক্রিয়াকরণ” অর্থ দাহ্যবস্তুর রূপান্তর, মেরামত, পরিবর্তন বা প্রস্তুতকরণ;

(জ) “বহুতল ভবন” অর্থ অন্যূন ৭ তলাবিশিষ্ট ভবন;

(ঝ) "বাণিজ্যিক ভবন" অর্থ ব্যাংক, বীমা বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান, শপিং কমপ্লেক্স বা ব্যবসা-বাণিজ্য বা সরকারী কাজে ব্যবহৃত কোন ভবন;

(ঞ) "ব্রিগেড" অর্থ অগ্নি নির্বাপণ ব্রিগেড;

(ট) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ঠ) "ব্যক্তি" অর্থে কোন কোম্পানী, সমিতি বা সংস্থাও, সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ড) "ভবন" অর্থে ইমারত, টিনের ঘর, বহুতল ভবন, কুঁড়েঘর, কাঁচা, আধাপাকা ও পাকাঘর অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঢ) "মহাপরিচালক" অর্থ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

(ণ) "মালগুদাম" (warehouse) অর্থ দাহ্যবস্তুর সংরক্ষণ, মজুদকরণ, সংকোচন (pressing), বাছাইকরণ ও বেচাকেনার জন্য ব্যবহৃত কোন ভবন বা স্থান;

(ত) "লাইসেন্স" অর্থ এই আইনের অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স;

(থ) "সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা" অর্থ পুলিশ বাহিনী, আনসার বাহিনী বা গ্রাম প্রতিরক্ষা দল।

অগ্নি নির্বাপণ ব্রিগেড সংরক্ষণ

৩। (১) দেশের যে এলাকায় এই আইন কার্যকর হইবে সেই এলাকার জন্য সরকার এক বা একাধিক অগ্নি নির্বাপণ ব্রিগেড সংরক্ষণ করিবে।

(২) প্রতিটি ব্রিগেডের জন্য অগ্নি নির্বাপণী গাড়ী, পাম্প, জীপ, মটরকার, এ্যাম্বুলেন্স, ইত্যাদির সংখ্যা ও অন্যান্য সরঞ্জামাদির পরিমাণ এবং ব্রিগেডের সদস্য সংখ্যা সরকার কর্তৃক সময় সময় সরকারী আদেশ দ্বারা নির্ধারিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ক্ষেত্রমত, বিভিন্ন এলাকার জন্য ব্রিগেডের সরঞ্জামাদি ও উহার সদস্য সংখ্যা কম বেশী হইতে পারে।

মালগুদাম (warehouse) ও কারখানার লাইসেন্স

৪। (১) কোন ব্যক্তি কোন ভবন বা স্থানকে মালগুদাম (warehouse) বা কারখানা (workshop) হিসাবে ব্যবহার করিতে চাইলে এই আইন বা বিধির অধীনে মহাপরিচালকের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বলবত্ কোন আইনের অধীন কোন ভবন বা স্থানকে মালগুদাম ও কারখানা হিসাবে ব্যবহার করার জন্য লাইসেন্স প্রাপ্ত হইয়াছেন এমন কোন ব্যক্তি এই আইন সংশ্লিষ্ট এলাকায় কার্যকর হইবার ৩ (তিন) মাসের মধ্যে নির্ধারিত ফিস প্রদান করিয়া লাইসেন্সের জন্য আবেদন

করিবেন এবং আবেদনটি বিবেচনাধীন থাকাবস্থায় বিদ্যমান লাইসেন্সের অধীন সংশ্লিষ্ট ভবন বা স্থানকে মালগুদাম বা কারখানা হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে।

(৩) লাইসেন্সের আবেদন নির্ধারিত ফরমে এবং পদ্ধতিতে করিতে হইবে।

(৪) লাইসেন্সের আবেদন প্রাপ্তির ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে মহাপরিচালক এই আইন ও বিধি অনুযায়ী সন্তুষ্ট হইলে নির্ধারিত মেয়াদের জন্য নির্ধারিত ফরমে লাইসেন্স প্রদান করিবেন।

(৫) এই ধারা অনুসারে মহাপরিচালক লাইসেন্স প্রদানের বিষয়ে সন্তুষ্ট না হইলে লাইসেন্সের আবেদন প্রাপ্তির ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে মহাপরিচালক আবেদনকারীকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া তদ্‌সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

(৬) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন,-

(ক) কোন আবেদন গ্রহণযোগ্য হইবে না যদি উহার জন্য নির্ধারিত ফিস মহাপরিচালক বরাবরে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা করিয়া চালানের একটি অনুলিপি আবেদনের সহিত সংযুক্ত করা না হয়; এবং

(খ) কোন লাইসেন্স প্রদান করা হইবে না যদি নির্ধারিত লাইসেন্স ফিস নির্ধারিত পদ্ধতিতে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা করিয়া চালানের একটি অনুলিপি মহাপরিচালকের বরাবরে জমা করা না হয়।

(৭) মহাপরিচালকের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার কোন সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি, সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত স্মারক প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, মহাপরিচালকের নিকট তাহার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার (Review) জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(৮) উপ-ধারা (৭) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে মহাপরিচালক তদ্‌সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

(৯) মহাপরিচালকের কোন সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি, সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত স্মারক প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে, সরকারের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

(১০) উপ-ধারা (৯) এর অধীন আপীল প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সরকার তদ্‌সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে এবং সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(১১) কোন লাইসেন্স নষ্ট হইলে বা হারাইয়া গেলে, নির্ধারিত ফিস নির্ধারিত পদ্ধতিতে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা করিয়া চালানের একটি অনুলিপি

মহাপরিচালকের বরাবরে জমা প্রদান করিলে, মহাপরিচালক লাইসেন্সের একটি ডুপ্লিকেট প্রদান করিবেন।

(১২) মহাপরিচালক ভিন্নরূপ কোন মন্তব্য না করিলে নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে প্রতি বত্সর লাইসেন্স নবায়ন করা যাইবে।

লাইসেন্স বাতিল, ইত্যাদি

৫। (১) মহাপরিচালক নির্ধারিত পদ্ধতিতে কোন লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তিকে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান না করিয়া কোন লাইসেন্স বাতিল করা যাইবে না।

(২) লাইসেন্স বাতিলের কারণে কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি লাইসেন্স বাতিল আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে মহাপরিচালকের নিকট পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে মহাপরিচালক উহা মঞ্জুর বা না-মঞ্জুর করিবেন।

(৪) মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত কোন সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি, সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত স্মারক প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে, সরকারের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন আপীল প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সরকার তদ্সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে এবং সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

লাইসেন্স হস্তান্তর যোগ্য নয়

৬। (১) এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোন লাইসেন্স হস্তান্তর যোগ্য হইবে না।

(২) কোন ভবন বা স্থানের মালিকানা হস্তান্তর হইলে উক্ত ভবন বা স্থানের নূতন মালিক, এই আইনের অধীন লাইসেন্স প্রাপ্ত না হইলে, উক্ত ভবন বা স্থানকে মালগুদাম বা কারখানা হিসাবে ব্যবহার করিতে পারিবেন না বা ব্যবহৃত হইবার সুযোগ দিতে পারিবেন না।

বহুতল বা বাণিজ্যিক ভবনের নক্শা অনুমোদন, ইত্যাদি

৭। আপাততঃ বলবত্ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অগ্নি প্রতিরোধ, অগ্নি নির্বাপণ এবং এতদ্সম্পর্কিত নির্ধারিত বিষয়াদির ক্ষেত্রে মহাপরিচালকের ছাড়পত্র ব্যতিরেকে কোন বহুতল বা বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের নক্শা অনুমোদন বা অনুমোদিত নক্শার সংশোধন করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে মহাপরিচালক ছাড়পত্র সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তিকে অবহিত করিবেন।

বিদ্যমান বহুতল বা বাণিজ্যিক ভবন সংক্রান্ত বিধান

৮। (১) এই আইন কার্যকর হওয়ার তারিখে বিদ্যমান সকল বহুতল বা বাণিজ্যিক ভবনের মালিক বা দখলদার সংশ্লিষ্ট ভবনের অগ্নি প্রতিরোধ, অগ্নি নির্বাপণ ও জননিরাপত্তা ব্যবস্থা বিষয়ে, এই আইন কার্যকর হওয়ার ৬ মাসের (১৮০ দিন) মধ্যে, মহাপরিচালককে লিখিতভাবে রিপোর্ট প্রদান করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাপ্ত রিপোর্ট বিবেচনাক্রমে মহাপরিচালক, প্রয়োজনবোধে, সংশ্লিষ্ট বহুতল বা বাণিজ্যিক ভবন পরিদর্শন করিবেন বা করাইবেন এবং তদ্‌ভিত্তিতে ভবনের মালিক বা দখলদারকে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ব্যবস্থাদি নিশ্চিতকরণকল্পে পরামর্শ প্রদান করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত পরামর্শ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ভবনের মালিক বা দখলদার ভবনটির অগ্নি নির্বাপণ, অগ্নি প্রতিরোধসহ অন্যান্য জননিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংযোজন বা সংশোধন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৪) এই ধারার অধীন যাবতীয় কার্যক্রম নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে, অন্যথায় ভবনটির অগ্নি নির্বাপণের ক্ষেত্রে অনুপযোগিতার কারণে ব্যবহারোপযোগী নয় মর্মে মহাপরিচালক ঘোষণা করিতে পারিবেন।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন কোন ভবন ব্যবহার উপযোগী নয় মর্মে ঘোষণা করার কারণে কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্তরূপ ঘোষণার তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

(৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীন আপীল প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সরকার তদ্‌সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে এবং সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

অগ্নি নির্বাপণের সময় কতিপয় ক্ষমতা প্রয়োগ

৯। কোন ভবন বা স্থানে আগুন লাগিলে বা লাগিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করার কারণ থাকিলে মহাপরিচালক বা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ব্রিগেডের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-

(ক) ব্রিগেডের অপারেশন কাজে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী বা বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে এমন কোন ব্যক্তিকে তাহার অবস্থান হইতে সরাইয়া দিতে পারিবেন;

(খ) অগ্নি নির্বাপণ নিশ্চিত করার স্বার্থে কোন স্থাপনা, যত সম্ভব কম ক্ষতিসাধনক্রমে, স্থানচ্যুত করিতে পারিবেন;

(গ) অগ্নি প্রজ্জ্বলন স্থানে পানির প্রবাহ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে পার্শ্ববর্তী এলাকার পানি সরবরাহের পাইপ বন্ধ করিতে বা করিবার আদেশ দিতে পারিবেন;

(ঘ) ব্রিগেডের দায়িত্ব পালনে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে মানুষের এমন সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে একজন পুলিশ কর্মকর্তার বে-আইনী সমাবেশের